রোহিঙ্গা মুসলিম

ঈলায়ে কালিমার সম্ভাবনা

লেখক: Revan M

সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি “Revan M” নামক ফেসবুক পেজের একটি পোস্টের সংকলন।

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বর্তমান বাংলাদেশে আলোচনার অন্যতম বিষয় হিসাবে রয়েছেন। যার পেছনে রয়েছে মার্চের ১৪ তারিখে United Nations এর António Guterres ও Chief Adviser GOB এর মিলিতভাবে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির সফর। অতঃপর ১৮ তারিখ তথা গতকাল বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড হতে Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) এর নীতিনির্ধারক আবু আম্মার জুনুনির বন্দি হিসাবে উদিত হওয়া। সবমিলিয়ে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আমাদের চিন্তা অনেক। আমরা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান চাই।

কিন্তু, আমরা তা পাব না। কারণ, আমাদের গোড়ায় গলদ। আমরা শুরু থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংক্রান্ত বিষয়টিকে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছি। অথচ, আমাদের জন্য এটা ছিল একটি 'Blessing in Disguise'!

রোহিঙ্গা মুসলিমরা যখন নিজেদের পরিচয়টির কারণে অসহনীয় নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার হয়ে, নিজেদের সমস্ত কিছু হারিয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন, তখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাঁদের আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু, আমাদের সমস্যা হলো, আমরা তাঁদের যত্ন নেওয়ার বিষয়টিকে শুধুমাত্র ত্রাণ সরবরাহের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলি। যেখানে আমাদের উচিত ছিল ভিন্ন কিছু করা। যা এখনো সম্ভব। কিন্তু, সেদিকে যাওয়ার পূর্বে রোহিঙ্গাদের মাঝে 'Humanitarian Aid' বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন, এমন একজন মানুষের ছোট্ট একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলে ধরবার প্রয়োজনবোধ করছি। তিনি বলেন -

"রোহিঙ্গা মুসলিমদের মাঝে আমরা যখন ত্রাণ সরবরাহ করতে গেলাম, তখন সময়টা ছিল পরিস্থিতির একদম শুরুর দিক। আমরা ওখানে গিয়ে সারাদিন ত্রাণ বিতরণ করতাম। কিন্তু, বিতরণের পুরোটা সময়ে নিজেরা খেতে পারতাম না। আসলে, খাবার গলা দিয়ে নামতো না ভাই! কারণ, মুখে সামান্য কিছু তুলতে গেলেই চতুর্দিক থেকে অসহায় শিশুদের কাতর চাহনি দৃশ্যমান হতো!

কিন্তু, এর মাঝে আমরা অনেক বাচ্চা এমন পেয়েছি, যাদের আমরা জোর করে ধরেও কিছু দিতে পারি নাই! যাদের কিছু দিতে গেলে তাঁদের ঘাড় শক্ত হয়ে যেতো! হাত দু'পাশে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকতো। চোখ মাটির দিকে নামিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আমরা এসব শিশুদের বাবা-মায়ের সাথে কথা বলতে গেলাম। আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা অনেক জড়তা ও বেদনার সাথে আমাদের যা বলেছিলেন, তাঁর সারমর্ম গিয়ে দাঁড়ায় এরকম যে - "আমরা তো ওদের কখনো নেওয়া শেখাইনি ভাই! দিতে শিখিয়েছিলাম!"

অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীদের নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। যার কিছু হয়তো বাস্তবতা হতে আগত। কিন্তু, সত্যিকার বাস্তবতা উপরে যা তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে আশা করি কিছুটা স্পষ্ট করতে পেরেছি। বর্ণনাটি সামনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিবে। সুতরাং, এড়িয়ে না যাওয়ার অনুরোধ রাখা হলো। এখন আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাব।

০১|

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার সমাধানটি রাতারাতি Arakan Army অথবা Myanmar Government এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ, উভয়ের মাঝে রোহিঙ্গাদের নিয়ে মারাত্মক বিদ্বেষ রয়েছে। যার ফলে যদি ডক্টর ইউনুস নিজের শক্তিশালী কূটনৈতিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আজ রোহিঙ্গাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেও পারেন, তা হবে সাময়িক। তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হলে ওরা আবারো আগের কাণ্ড ঘটাবে। মানুষগুলোর ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিবে, নারীদের ধর্ষণ করবে, পুরুষদের হত্যা করবে ও তারপর বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য করবে। নমনীয়তার ফলে ওদের স্বভাব বদলাবে না।

০২|

তাহলে আমাদের যা করণীয় কি? আমাদের করণীয় হলো, সবার আগে যারা দানের সামগ্রী দিতে গেলে হাত মুষ্টিবদ্ধ আর ঘাড় শক্ত করে রেখেছিলেন, সেসব শিশু-কিশোরদের সন্ধান করা। তাঁদের অনেকে এতদিনে তরুণ হয়েছেন।

তাঁদের অতঃপর শরণার্থী শিবির হতে বের করে আনা। তার পূর্বে শরণার্থী শিবিরে তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এখানে ধর্মীয় শিক্ষাটা সবচেয়ে জরুরি। কারণ, আরাকান ও বাংলাদেশের মানুষদের মাঝে একমাত্র 'Common Identifier' হলো আমাদের ধর্ম। ইসলাম। এটি আরেকটি জরুরি প্রসঙ্গ। মনে রাখবার অনুরোধ থাকছে।

ধর্মীয় শিক্ষার সাথে শিক্ষার ধারাবাহিকতা অনুসারে বিশেষভাবে বাছাইকৃত

মেধাবী ও নেতৃত্বগুণ সম্পন্নদের বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুবিধা দিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে হবে। যেন তাঁরা নিজেদের জাতি ও বহির্বিশ্বের মাঝে সচেতন নীতিনির্ধারক হিসাবে ফিরে যেতে পারেন। তাঁরা যেন নিজেদের লড়াই নিজেরা লড়তে পারেন।

০৩|

জাতি হিসাবে তাঁদের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে সমর্থ হওয়ার পর আমাদের মাঝে গড়ে ওঠা তাঁদের নেতাদের সামনে রেখে তাঁদের মাঝে বিপ্লবী বাহিনী ও সরকার প্রস্তুত করতে হবে। সেখানে জনবল সংকট কাটাতে আমাদের নাগরিকদের ভেতরে আগ্রহীদেরও সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। আর এখানেই 'Common Identifier' কাজে আসবে। আর তাঁরা যেন সামরিক ও নৈতিকভাবে এতটুকু প্রস্তুত হন যে, তাঁদের কাছ থেকে শুধু রোহিঙ্গারা নন, বরঞ্চ মিয়ানমারের সর্বস্তরের জনসাধারণ ন্যায়ের আশা রাখতে পারেন। মিয়ানমারের জনসাধারণের মাঝে তাঁদের ও আমাদের প্রতি থাকা বিদ্বেষকে পায়ে ঠেলে তাঁরা শক্তি অর্জনের সাথে সাথে ওসব মানুষকে নিজেদের আরো কাছে টেনে তাঁদের হৃদয় জয় করে নিতে পারেন।

০৪|

পুরো মিয়ানমারের কথা কেন আসছে? কারণ, ভারতের ভবিষ্যৎ সামরিক পদক্ষেপের বিপরীতে আমরা যদি আমাদের 'Territorial Integrity' বজায় রেখে বিজয়ী হওয়ার একটা 'Fighting Chance' টিকিয়ে রাখতে চাই, তাহলে আমাদের রোহিঙ্গাদের সাহায্য দরকার হবে। আর সেটা বাংলাদেশের মাটিতে নয়, বরং মিয়ানমারের ভূখণ্ড থেকে!

বর্তমান মিয়ানমারের মাটিতে যুদ্ধরত কোনো শক্তি নিজেদের পুরোপুরি একচ্ছত্র শক্তিশালী মর্মে দাবি করতে পারবে না। বিচ্ছিন্ন আকারে এদের শক্তি অঞ্চলভেদে খুব বেশি নয়। জাতিগতভাবেও ওদের মাঝে 'Desperation' অস্তিত্বের প্রশ্নের পর্যায়ে উপনীয় হয়নি। বিপরীতে, বাংলাদেশে বর্তমানে আনুমানিক ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী অবস্থান করছেন। যাদের মাঝে ০৫ লক্ষ শিশু, কিশোর ও তরুণ। যাদের ঘর নাই, যাদের জীবনে যন্ত্রণা আর নিপীড়ন ছাড়া কিছু নাই। এমন মানুষেরা দারুণ যোদ্ধা হয়ে থাকেন।

সুতরাং, আমরা তাঁদের মিয়ানমারের মাটিতে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন ও সুশৃঙ্খল বিপ্লবী শক্তি হিসাবে প্রেরণ করতে পারলে তাঁদের শক্তিশালী ধাক্কা Arakan Army অথবা অন্য কেউ সামাল দিতে পারবে বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উপযুক্ত সময়ে দরকার হলে মিয়ানমারের জান্তার বিপক্ষে রণাঙ্গনে থাকা ভিন্ন কারো সাথেও রোহিঙ্গাদের জোট করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অতঃপর এর মধ্য দিয়ে যদি Arakan Army কে পরাজিত করা সম্ভব হয়, তাহলে আরাকানের বিস্তৃত ভূখণ্ড আমাদের মিত্র একটি শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

তারপর সেখান হতে আমাদেরকে ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী 'Chin State' ও অন্যান্য অঞ্চল রোহিঙ্গা প্রশাসনের অধীনে আনার প্রচেষ্টা চালানোর প্রয়োজন হবে। তাহলে আমরা অন্তত ভারতের মণিপুর পর্যন্ত আমাদের মিত্রশক্তির হাত ধরে একটি 'Access' পেয়ে যাব। পাশাপাশি আরাকানে আমাদের মিত্রদের কারণে বঙ্গোপসাগরের ওপরেও আমাদের নিয়ন্ত্রণ

শক্তিশালী হবে। সম্ভব হলে আমাদের সাগরের উপকূল ধরে মালয়েশিয়া পর্যন্ত করিডোর স্থাপনের চেষ্টাও চালাতে হবে। ভারতের পক্ষে চট্টগ্রামকে কেটে দিয়ে আমাদের সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াটাও তখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের পক্ষের শক্তি তখন ত্রিপুরা ও মিজোরামকে দু'দিক হতে চেপে ধরতে সমর্থ হবে। ভারত যদি বোকামি করে বসে, তাহলে 'Seven Sisters' এর 'Insurgency' কে আমাদের সাথে জড়িয়ে নিয়ে সরাসরি সমর্থন দেওয়াটাও আমাদের কাছে তেমন কষ্টকর হবে না। আর, এটুকু হবে যদি আমরা আমাদের রোহিঙ্গা মুসলিমদের থেকে যেমন আশা রাখি, তাঁরা তাঁর শুধুমাত্র 'Bare Minimum' ও পূর্ণ করতে সমর্থ হন তাহলে। নতুবা, আলোচ্য পদক্ষেপটির ফলাফল আমাদের সকল ধারণাকে ছাড়িয়ে দিগন্তের ওপারে চলে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

বর্তমানে আমরা কুঁকড়ে রয়েছি। আমরা পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম জাতি। আমাদের জনবলের সংকট নাই। কিন্তু, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটাই আমাদের এমন পরিস্থিতির কারণ। নানাবিধ কারণে বর্তমানে আমাদের সার্বভৌমত্বের অক্ষুণ্ণতাও এখন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষদের যে লড়াই, তা আমাদের সামনে একটি অভাবনীয় সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। তাঁদের সামনে রেখে আমরা প্রথমবারের মতো কোঁকড়ানো অবস্থা হতে বেরিয়ে কোনো অফেন্সিভ চাল দেওয়ার সুযোগ হাতে পেয়েছি। এটাকে কোনোভাবেই হাতছাড়া যেন না করে ফেলি আমরা! নতুবা এভাবে মাথা নিচু করে ভয়ের মাঝে থেকে আর কতকাল চলবে!

আজকে আমরা রোহিঙ্গাদের সামনে রেখে আলোচ্য শক্তিশালী পদক্ষেপ আরম্ভ করলে আগামীকাল আমাদের বাঁচার জন্য সাগরে ঝাপ দিতে নাও

হতে পারে। কিন্তু, আমরা যদি তাঁদের এভাবে তাঁদের ও আমাদের ওপরে আপতিত হওয়া বা হতে চলা জুলুম হতে বাঁচার জন্য সাথে নিয়ে চলতে না পারি, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কাউকে ওরা ছেড়ে দিবে বলে মনে করা উচিত নয়।

ধন্যবাদ।